9211 - জুমার দনিরে ফযীলতসমূহ

প্রশ্ন

সপ্তাহরে অন্যান্য দনিরে তুলনায় জুমার দনিরে বশিষেত্ব কোন দকি থকেে? আর সটো কনে?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

জুমার দনিরে বশে কছিু বশৈষ্ট্যি ও ফযীলত রয়ছেে, যগেুলোর মাধ্যমে আল্লাহ এই দনিটকিে অন্য সকল দনিরে উপর শ্রষ্ঠেত্ব প্রদান করছেনে। এই দনিরে বশৈষ্ট্যিসমূহরে মধ্যে অন্যতম হলো: এ দনিে রয়ছেে জুমার নামায, যা সর্বোত্তম নামায। জুমার দনি জামাতরে সাথে ফজররে নামায আদায় একজন মুসলমিরে জন্য গোটা সপ্তাহে পড়া শ্রষ্ঠে নামায। যে ব্যক্তি জুমার দনি অথবা রাতে মারা যায় আল্লাহ তাকে কবররে ফতিনা থকেে রক্ষা করনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জুমার দনিরে ফযীলত সম্পর্কে কছিু হাদীস

জুমার দনিরে বশে কছিু ফযীলত রয়ছেে যগেুলোর মাধ্যমে আল্লাহ এই দনিটকিে অন্য দনিগুলোর উপর শ্রষ্ঠেত্ব দয়িছেনে।

আবু হুরায়রা ও হুযাইফা রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বলনে: আল্লাহ তাআলা জুমার দনি সম্পর্কে আমাদরে পূর্ববর্তীদরেকে ভ্রষ্টতায় রখেছেলিনে। তথা তা ইহুদীদরে জন্য ছলি শনবিার এবং খ্রস্টিানদরে জন্য ছলি রববিার। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদরেকে সৃষ্টি করলনে এবং আমাদরেকে জুমার দনিরে দশিা দলিনে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদরে জন্য জুমুআর দনি শুক্রবার, ইহুদীদরে জন্য শনবিার এবং নাসারাদরে জন্য রববিার নর্িধারণ করছেনে। অনুরূপভাবে তারা কয়িামতরে দনিওে আমাদরে অনুগামী হবে। আমরা দুনয়িার সর্বশষে অধবিাসী, কন্িতু কয়িামতরে দনি আমরাই সর্বপ্রথম, অন্য সৃষ্টদিরে আগে যাদরে বচিার ফয়সালা হবে।[হাদীসটি মুসলমি (৮৫৬) বর্ণনা করনে]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“কাযী বলনে: ‘অগ্রগণ্য হলো: তাদরে জন্য জুমার দনিকে সম্মান করা ফরয করা হয়ছেলি। তবে জুমার দনি সুনর্িদষ্টি করে দওেয়া হয়নি, তাদরে ইজতহিাদরে উপর ছড়েে দওেয়া হয়ছেলি; যাতে করে সইে দনিে তারা তাদরে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো পালন

করতে পারে। কিন্তু, দিনটি নির্ধারণে তাদের ইজতিহাদ এক হয়নি এবং আল্লাহ তাদেরকে এর সন্ধানও প্রদান দেননি। পক্ষান্তরে এই উম্মাতের জন্য আল্লাহ ফরয করার পাশাপাশি দিনটিকে চিহ্নিত করে দেন। তিনি এই উম্মতের ইজতিহাদের উপর বিষয়টি ছেড়ে দেননি। ফলে তারা তাঁর দেওয়া ফযীলত অর্জন করতে পেরেছে।

কাযী আরো বলেন: বর্ণিত আছে যে মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে জুমার দিনে (ইবাদত করার) নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে এই দিনের ফযীলত জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার সাথে তর্ক করে দাবি করে যে, শনিবার সর্বোত্তম। তখন তাঁকে বলা হয়: আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন।

কাযী বলেন: যদি এ ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য থাকত তাহলে তাদের মতভেদ করা সঠিক হত না। বরং বলা হত: তারা এর লঙ্ঘন করেছে। আমি বলব: এমন হতে পারে যে, তাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল এবং দিনও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা মতভেদ করেছিল যে এই নির্দিষ্ট দিনই কি অনিবার্য; নাকি এর বদলে অন্য দিনে করার অধিকার তাদের আছে? তারা বদল করেছিল এবং এ বদল করার মাধ্যমে ভুল করেছিল।'[সমাপ্ত]

তাদের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে জুমার দিন উল্লেখ করার পরও তারা এর বিরুদ্ধাচারণ করার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন: এমনটি কেন হবে না অথচ তারাই বলেছিল: "আমরা শুনলাম এবং অবাধ্য হলাম!!"[সমাপ্ত]

আউস ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হল জুমার দিন। এই দিন আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এ দিনেই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিল। এ দিনে শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, এ দিনেই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এই দিনটিতে তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।" সাহাবীরা বলল: 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের দুরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে? অথচ আপনি পঁচে গলে গেছেন?' তিনি বললেন: "মহান আল্লাহ মাটির উপর নবীদের দেহ গ্রাস করাকে হারাম করে দিয়েছেন।"[হাদীসটি আবু দাউদ (১০৪৭) বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের ব্যাখ্যায় (৪/২৭৩) ইবনুল কাইয়্যিম এটিকে সহীহ বলেছেন। শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে (৯২৫) এটিকে সহীহ বলেছেন]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সর্বোত্তম যে দিনের উপর সূর্যোদয় হয়েছে সেটি হলো জুমার দিন। এ দিনে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।"[হাদীসটি মুসলিম (১৪১০) বর্ণনা করেন]

জুমার দিনকে মর্যাদা দেয়ার কিছু কারণ এ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে।

নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘কাযী ইয়ায বলছেনে: অগ্রগণ্য অভমিত হলো উল্লখিতি এই ফযীলতসমূহ জুমার দনিরে ফযীলত উল্লখে করার জন্য নয়। কারণ আদমকে জান্নাত থকেে বরে করে দয়ো, কয়িামত সংঘটতি হওয়া কোনো ফযীলত নয়। বরং এই দনিে যে সমস্ত বড় বড় ঘটনা ঘটছেে এবং ভবষিতে ঘটবে সগেুলোর ববিরণ দয়ো; যাতে করে বান্দা এই দনিে নকে আমলরে দ্বারা আল্লাহর রহমত অর্জন এবং ক্রোধ থকেে রক্ষা পাওয়ার প্রস্তুতি নয়ে। কাযী এমনটাই বলছেনে। আবু বকর ইবনুল আরাবী তার ‘আল-আহওয়াযী ফি শারহতি তরিমযিী’ বইয়ে বলনে: এগুলো সবই জুমার দনিরে ফযীলতরে অন্তর্ভুক্ত। আদম আলাইহসি সালামরে জান্নাত থকেে বরে হওয়াই তার বশিাল বংশধর, নবী-রাসূল, নকেকার এবং ওলীদরে অস্তত্বিরে কারণ। তাকে জান্নাত থকেে তাড়য়িে দওেয়া হয়নি। বরং দুনয়িাতে কছিু প্রয়োজন পূরণরে জন্য পাঠানো হয়ছেে, তারপর তনিি আবার সখোনে ফরিে যাবনে। আর এই দনিে কয়িামতরে সংঘটতি হওয়া নবী-রাসূল, সদ্দিীকীন, আউলয়িা ও অন্যান্যদরে প্রতদিান দ্রুত প্রদান করা এবং তাদরে মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ করার কারণ। এই হাদীসে অন্যান্য দনিরে উপর জুমার দনিরে শ্রষ্ঠেত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়ছেে।’[সমাপ্ত]

আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযরি রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “জুমার দনি হলো সপ্তাহরে দনিসমূহরে নতো এবং আল্লাহর কাছে অধকি সম্মানতি। এ দনিটি আল্লাহর নকিট কুরবানীর দনি ও ঈদুল ফতিররে দনিরে চয়েে অধকি সম্মানতি। এ দনিরে পাঁচটি বশৈষ্ট্যি রয়ছেে: এ দনি আল্লাহ আদম আলাইহসি সালামকে সৃষ্টি করছেনে, এ দনিই আল্লাহ তাঁকে পৃথবীতে পাঠান এবং এ দনিই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করনে। এ দনিে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা তখন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করনে তনিি তাকে সটেি করনে। যদি না সে হারাম জনিসিরে প্রার্থনা কর। আর এ দনিই কয়িামত সংঘটতি হব। নকৈট্যপ্রাপ্ত ফরেশেতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুমার দনি শঙ্কতি হয়।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (১০৮৪) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে গ্রন্থে (হাদীস নং: ২২৭৯) এটকিে হাসান বলছেনে]

সন্দিী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “তারা ‘জুমার দনিে শঙ্কতি হয়’ কয়িামত সংঘটতি হওয়ার ভয়ে। এ হাদসিে এ দললি রয়ছেে যে, সৃষ্টকিুল দনিগুলো নর্দিষ্টি করে জানে এবং তারা জানে যে কয়িামত জুমার দনিে হব।”

জুমার দনিরে কছিু ফযীলত

জুমার দনিরে কছিু ফযীলত নম্নিরূপ:

১. এ দনিে রয়ছেে জুমার নামায, যা সর্বোত্তম নামায।

আল্লাহ তায়ালা বলনে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! যখন শুক্রবার নামাযের জন্য ডাক (আযান) দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণপানে ছুটে আসবে এবং কেনাবেচা বন্ধ করে দিবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।”[সূরা জুমআ: ৯]

ইমাম মুসলিম (২৩৩) সংকলন করেছেন যে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে অন্য জুমা এগুলোর মধ্যকার (ছোট) গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয় যদি না ব্যক্তি বড় গুনাহতে লিপ্ত হয়।”

২. জুমার দিন ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় একজন ব্যক্তির সপ্তাহের সর্বশ্রেষ্ঠ নামায।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম নামায হলো জামাতের সাথে জুমার দিনের ফজরের নামায।”[হাদীসটি বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে গ্রন্থে (১১১৯) এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

জুমার দিন ফজর নামাযের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই নামাযে মুসল্লীর জন্য প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইনসান পড়া সুন্নাহ। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজরের প্রথম রাকাতে সূরা ‘আলিফ লাম মীম’ (সাজদাহ) পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ‘হাল আতা’ (ইনসান) পড়তেন।[হাদীসটি বুখারী (৮৫১) ও মুসলিম (৮৮০)]

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘বলা হয়: এই দুই সূরা পাঠের মাঝে নিহিত প্রজ্ঞা হলো: এই দুই সূরায় আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি এবং কিয়ামতের দিনের যে ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা। কেননা আদমের সৃষ্টি এ দিনেই হয়েছে ও কিয়ামতের ঘটনাবলি এই দিনেই ঘটবে।’[সমাপ্ত]

৩. যে ব্যক্তি জুমার দিনে অথবা রাতে মারা যাবে, আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জুমার দিনে অথবা জুমার রাতে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন।”[হাদীসটি তিরমিযী (১০৭৪) বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী ‘আহকামুল জানাইয’ বইয়ে (পৃ. ৪৯, ৫০) হাদীসটি সহীহ বলেছেন]

এগুলো জুমার দিনের কিছু ফযীলত। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করেন।

জুমার দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু বিধান জানতে এই উত্তরগুলো দেখা যেতে পারে: (13815), (12601), (10700) ও

(233591)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।